বাংলাদেশ ডিগনিটি ফোরামে উপস্থাপিত আলোচনাপত্র

‘সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতামুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মর্যাদার রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ’

বিষয়ক নাগরিক সংলাপের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সিভিক বাংলাদেশ || civicbd.org || dignity@civicbd.org

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ‘সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতামুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মর্যাদার রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ’ বিষয়ে বাংলাদেশ ডিগনিটি ফোরামে একটি নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সিভিক বাংলাদেশ, সিএলএনবি, জাগো নারী ফাউন্ডেশন ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এর উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি (ডি.আর.ইউ.)-তে আয়োজিত উক্ত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের চেয়ারপারসন জনাব কামাল লোহানী এবং অবস্থানপত্র উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব বায়েজিদ দৌলা।

জনাব আবু মহি মুছা বলেন, সব খারাপ কাজের জন্য দায়ী রাজনীতিকরা। তারা সংশোধিত না হলে ভালো কাজ হবে না।

জনাব আব্দুর রশিদ বলেন, সংবিধানে মর্যাদার অধিকার স্বীকৃত। চার প্রধান স্তম্ভের একটি সেক্যুলারিজম। সমস্যা হলো চর্চ্চার অভাব। সংবিধানের সঠিক প্রয়োগ না থাকার ফলে সেনাবাহিনী-পুলিশ সংখ্যালঘুদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তবে সমাজকে এখানে দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

জাগো নারী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা সাহিদা আখতার বলেন, মর্যাদার রাজনীতি তৈরি করতে হলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কতিপয় সংস্কার অপরিহার্য। এর একটি হলো মর্যাদার ভাষা তৈরি করা।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব কামাল লোহানী বলেন, উপস্থাপিত অবস্থানপত্রে উদ্ধৃত তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করতে ধর্মাশ্রয়ী গোষ্ঠীরা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের ঠেকাতে এক হওয়া দরকার। একথা সবাই বলছি, কিন্তু এক হতে পারছি না। ৫২’র ভাষা আন্দোলনে কয়েকজনকে হত্যা করা হলে সমস্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অথচ এখন অসংখ্য বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হলো, মা-বোনকে বেইজ্জত করা হলো, মানুষ হত্যা করা হলো কিন্তু আমরা জেগে উঠতে পারছি না। কেন?

জনাব লোহানী বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে অস্ত্র রেখে আমরা কতোটুকু নিরাপদ বোধ করতে পারি? শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই। কারণ সরকার ভালো কাজ করছে, আবার আপসও করছে। নইলে আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে একজন যুদ্ধাপরাধী ঔদ্ধত্য দেখানোর সাহস কোথায় পায়?

তিনি আরো বলেন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি পাশাপাশি চলে। পরিপূর্ণতা লাভের জন্য এক অপরকে প্রয়োজন। পারস্পারিক স্বীকৃতি ও বিকাশ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলে। প্রতিষ্ঠান মানে সংগঠন। সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র মানুষ। এই মানুষকে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে লালন করতে হবে। তবেই গণতান্ত্রিক হবে রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ।

মর্যাদার রাজনীতি তৈরিতে যুবশক্তিকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, এটা আশব্যাঞ্জক যে যুবকদের উদ্যোগে একটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ব্রিগেড তৈরি হয়েছে। এটা একটি অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। যুবকরাই পরিবর্তন এগিয়ে নেয়। মর্যাদার সংস্কৃতি ও রাজনীতি উন্নয়নে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে।